সিটি ব্যাংকের এজেন্ট খাদেমুল কে হত্যার ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াডোব রাস্তায় ছিন্তাইকারীদের গুলিতে নিহত কোমরপুর সিটি ব্যাংকের এজেন্ট খাদেমুল ইসলাম (৩৫) হত্যা মামলার অন্যতম আসামী সুমন স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী দিয়েছেন বলে প্রেস প্রেস ব্রিফিং করেছে গাংনী থান পুলিশ।

শুক্রবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করেন, এসময় ওসি বজলুর রহমান বলেন, বিভিন্ন স্থানের সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে সন্দেহাতীত ভাবে সুমনকে তার শশুরবাড়ি থেকে গত ২৮ আগস্ট আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদে সুমন টাকা ছিন্তাইয়ের পরিকল্পনাসহ ছিন্তাইয়ের কৌশল এবং কারা এ ছিন্তাইয়ে জড়িত তার বিশদ বর্ণনা দেয়।

সে অনুযায়ি ছিন্তাই কাছে ব্যবহৃত মোটর সাইকেল, হেলমেট ও ছিন্তাই কাজে ব্যবহৃত রিভলবারের গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ আরো জানায়, ছিনতাইয়ের ঘটনাটি হঠাৎ নয় বেশ কিছুদিনের পরিকল্পনা। ঘটনার ৫/৬ দিন আগে আমঝুপি নীল কুঠিতে ছিনতাইকারিরা একাধিকবার বৈঠক ও নকশা তৈরী করে এমন ঘটনা ঘটায় বলেও জানায় ওসি বজলুর রহমান।

বৃহষ্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাহীন রেজার আদালতে সুমন জবানবন্দী প্রদান করেন। পরে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত সুমন মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার টুঙ্গী গোপালপুরের শমসের আলীর ছেলে।

প্রসঙ্গতঃ গত ২৬ আগস্ট সকালে কোমরপুর সিটি এজেন্ট ব্যাংকের ম্যানেজার খাদেমুল ইসলাম ৪৬ লাখ টাকা নিয়ে গাংনী আসার পথে গাড়াডোব রাস্তার ছিন্তাইকারীরা গুলি করে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। গুলিবিদ্ধ খাদেমুল ইসলামকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেলে নেয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনায় খাদেমুলের ভাই আরফান আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ২৭/২১ তাং

২৭/০৮/২০২১ ইং।

বজ্রপাত থেকে বাঁচার জন্য ” টি এইচ এফ” এর তালবীজ রোপণ কর্মসূচী পালন

মেহেরপুরের ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ হতে ঝউবেড়িয়া রোডের দুই পাশে বজ্রাঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে ৪০০ শত তাল বীজ রোপণ করেছে টি এইচ এফ। টি এইচ এফ মূলতো নাট্য সংগঠন হলেও টি এইচ এফ নাটকের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম পালন করে থাকে।

শুক্রবার সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝউবাড়িয়া গ্রামের সড়কের দুই পাশে তালবীজ রোপণ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন টি এইচ এফ এর প্রধাণ উপদেষ্টা আনোয়ারুল হাসান । এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুলবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন “টি এইচ এফ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তানজীমুল হাসান , ব্যাবস্থাপনা পরিচালক শামীম হাসান খান,তালবীজ রোপণ কর্মসূচীর আহব্বায়ক মিজানুর রহমান বাবু, আব্দুর রাজ্জাক, নজরুল ইসলাম খোকন, মনিরুল ইসলাম, মিজান খাঁন,খসরু, আসহাবুল হক, তাজুল ইসলাম , আব্দুস সামাদ , নিজাম উদ্দিন , মাহফুজ , লাবিব , ভুবন , আমিন সহ আরো অনেকে।

টি এইচ এফ এর প্রধাণ উপদেষ্টা আনোয়ারুল হাসান , “টি এইচ এফ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তানজীমুল হাসান, কুলবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক শামীম হাসান খান, তালবীজ রোপণ কর্মসূচী কমিটির আহব্বায়ক মিজানুর রহমান বাবু, আব্দুর রাজ্জাক, আসহাবুল হক সহ আরো অনেকে।

টি এইচ এফ এর প্রধাণ উপদেষ্টা আনোয়ারুল হাসান বলেন, তাল গাছ একটি উপকারী গাছ। তাল গাছের ডালের আঁশ থেকে রকমারি দ্রব্যাদি

প্রস্তুত হয় এর পাশাপাশি ঘরের খুঁটি ও হাতপাখা তৈরিতে তালগাছের ব্যবহার হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। তাল পাতার পাখা আমাদের ঐতিহ্যের একটি অংশ। তবে ইদানিং তাল গাছের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

এমন উপকারী একটি গাছের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে, আমরা এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। “টি এইচ এফ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তানজীমুল হাসান সকলকে এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তালের বীজ রোপণের এই কর্মসূচীটিকে ব্যাপকভাবে সামাজিকিকরণ করতে হবে। তাল গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় বজ্রাঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

এছাড়া মাটির ক্ষয় রোধ, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় তালগাছের জুড়ি নেই। যে এলাকায় বীজ বপন করা হয়েছে সেই এলাকার মানুষকেই একে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে নিজেদের জীবন বাঁচানোর তাগিদেই। সবাইকে বলবো, আপনাদের বাসায় পড়ে থাকা তালের বীজ বাড়ির আঙিনা কিংবা আশেপাশে রোপণ করুন। অথবা সেই বীজ তুলে দিন আমাদের হাতে। বীজ সংগ্রহের জন্য আমাদের সদস্যরা চলে যাবে আপনার বাসায়। আসুন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ও বজ্রাঘাত থেকে বাঁচতে তালের বীজ রোপণ করি।

কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের বেহালদশা! ভোগান্তি চরমে

দক্ষিণবঙ্গের সাথে উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের প্রায় চারশো মিটার গর্ত আর খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও সড়কটির কিছু অংশ দেবে যাওয়ার কারণে কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা বারোমাইল পর্যন্ত সড়কের প্রায় ৭ কি.মিটার এলাকা জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্তার দুপাড়ে কয়েক শত বাস-ট্রাককে রাস্তা পারাপারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। দেবে যাওয়া অংশের দুই প্রান্তের সামান্য এই ৪শ মিটার সড়ক পার হতে প্রায় ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। দেবে যাওয়া এই সড়কে চলাচল করতে

গিয়ে প্রায়ই ছোট-খাট দুর্ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে, দেখা দিয়েছে চরম ভোগান্তি। সড়ক বিভাগ ইট বালু ফেলে জরুরি মেরামত কাজ করলেও এতে তেমন কোন সুফল মিলছে না।

গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি যেন এখন মহাদুর্ভোগে পরিণত হয়েছে। কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কটির দেবে যাওয়া এই অংশটি দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে এটি এক সময় মহাসড়ক ছিল। দেখে মনে হবে এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন এক কাঁচা সড়ক। অথচ এই সড়কটিই হচ্ছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম।

জাতীয় সড়কের অংশ গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি প্রায় এক বছর ধরেই খানাখন্দে ভরে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যেই আবার গত দিন দশেক আগে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রানাখড়িয়া জ্যোতি ফিলিং স্টেশনের কাছ থেকে কবরস্থান পর্যন্ত প্রায় ৪ শ মিটার সড়ক দেবে গেছে। পিচ উঠে গিয়ে কাদামাটি বের হয়ে বোঝার কোন উপায় নেই এটি কোন এক সময় মহাসড়ক ছিল। সড়কটি দেবে যাওয়ায় কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা বারো মাইল পর্যন্ত প্রায় ৭ কি. মিটার সড়কের দুই ধারে প্রায় শত শত বাস-ট্রাকসহ যানবাহনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা পারাপারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

তালবাড়ীয়া এলাকার বাসিন্দা শান্ত বিশ্বাস জানান, এই সড়কের বেহাল দশা অনেক দিন ধরেই। গতবছরে এই সড়কে উচুনিচু আবার কখনো ঢিবির মতো ছিলো। যার কারনে প্রায়ই দূর্ঘটনা ঘটতো। আবার এ বছরে গর্তের কারণে একেবারেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তালবাড়ীয়া থেকে মোটরসাইকেল যোগে শহরে যাওয়া শামীম রেজা নামের এক ব্যক্তি বলেন, শহরের পুলিশ শপিং কমপ্লেক্স এ চাকরি করি। প্রতিদিন সকালে গিয়ে আবার রাতে আসা লাগে। এই সড়কের বেহাল দশার কারনে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। রাস্তায় গর্তের কারণে অনেক সময় দীর্ঘ জানযটের সৃষ্টি হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই আমরা।

ঢাকা থেকে আসা এসবি সুপার ডিলাক্স এর চালক রিপন নবী জানান, বারোমাইল থেকে কুষ্টিয়া শহর পর্যন্ত সড়কে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে। এ সড়কের কারনে আমরা গাড়ীর টিপ মিস করছি। স্থানীয় সড়ক বিভাগের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রায় দুই বছর দুই মাস আগে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি নির্মাণ করা হয়। সে সময় পণ্য বোঝাই ভারি ভারি যানবাহন চলাচলের মত সক্ষমতার বিষয়টি মাথায় না রেখেই সড়কটি নির্মাণ করায় কয়েক দিন পর থেকেই সড়কের বিভিন্ন স্থানে উচুঁ-নিচু হতে দেখা যায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খানা-খন্দের সৃষ্টি হয়ে সড়কটি

একেবারেই যান চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা জানান, যে স্থানে সড়ক দেবে গেছে তার পাশেই রানাখড়িয়া বালুর ঘাট রয়েছে। প্রতিদিন বালু বোঝাই ভেজা শত শত ভারি ট্রাক এখান দিয়ে মহাসড়কে উঠছে। সে সময় ভারি যানবাহন এই মহাসড়ক দিয়ে চলাচল করবে এমন সক্ষমতার কথা বিবেচনা না করেই মহাসড়কটি নির্মাণ করায় এখন জনসাধারণকে এর খেসারত দিতে হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ জনদুর্ভোগ লাঘবে এই মহাসড়কে ইট বালু ফেলে জরুরি মেরামত কাজ করলেও এর কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

কুষ্টিয়া-সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শাকিরুল ইসলাম জানান, কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা উপজেলার বারো মাইল পর্যন্ত প্রায় ১২ কি. মিটার সড়কটি পুন:নির্মাণের জন্য সম্প্রতি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই সড়কটির নির্মাণ কাজ শুরু হবে। সড়কটি পুন:নির্মাণ সম্পন্ন হলে জনদুর্ভোগ নিরসন সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গাংনীতে দুই যুবকের আত্নহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক গ্রামে দুই যুবকের আত্নহত্যার ঘটনা ঘটেছে। বৃস্পতিবার দিবাগত মধ্যেরাতে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস লাগিয়ে লিখন হোসেন (১৮) ও শুক্রবার দুপুরে সাহারবাটি গ্রামের আশিকুর রহমান (১৭) নামের দুই যুবক আত্মহত্যা করেছে।

লিখন হোসেন গাংনী পৌর এলাকার ভিটাপাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে। আশিকুর রহমার আশিক গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের তারেক হোসেনের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লিখনের বাবা কয়েক বছর যাবত অসুস্থ। বাবা রবিউল চিকিৎসা নিয়ে তার মাকে সাথে করে ঢাকা থেকে বৃস্পতিবার মধ্যেরাতে বাড়ি পৌঁছান।

বাড়ি পৌঁছানোর পর নিজ ঘরের আড়ার সাথে ছেলে লিখনের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। পরে প্রতিবেশীরা এসে তার মরদেহ উদ্ধার করেন। লিখনের বাবা ও মা বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা থেকে যখন বাড়ি ফিরছিলেন।

তখন লিখন তার মায়ের সাথে মোবাইলফোনে কথাও বলেছিলেন। রাত তিনটার দিকে তার মা-বাবা বাড়ি ফিরে দেখে ঘরের আড়ার সাথে ছেলের মরদেহ ঝুলছে। প্রেম সংক্রান্ত কারণে লিখন অভিমানে আত্মহত্যা করেছে বলে স্থানীয়দের ধারনা।

অপরদিকে সাহারবাটি গ্রামের যুবক আশিকুর জুম্মার নামাজ আদায়ের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। এসময় তার মায়ের সাথে অভিমান করে নামাজ আদায় করতে না গিয়ে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না পেচিয়ে আত্নহত্যা করে।

অনেক সময় তার খোঁজ না পেয়ে আশিকের মা ঘরে প্রবেশ করে ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার দিলে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

আত্নহত্যার ঘটনায় নিহত দুই যুবকের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের মাতম। গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান,বিষয়টি নিয়ে তদন্তের পর প্রকৃত কারন কারণ বলা সম্ভব হবে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ডিস লাইন মিস্ত্রীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আলেক হোসেন (৪২) নামের এক ডিস লাইন মিস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার জুগিন্দা গ্রাামে এ ঘটনা ঘটে। আলেক হোসেন পিরোজপুর ইউনিয়নের হোসেনাবাদ কলনি গ্রামের ভোলা শেখের ছেলে।

ঘটনা সুত্রে জানা গেছে, আলেক জুগিন্দা গ্রামের বালিপাড়াতে ডিস লাইনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলতে থাকে।

স্থানীয়রা তাকে নামিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গার ফুরশেদপুর গ্রামে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বৃদ্ধের আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গার ফুরশেদপুর গ্রামে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ৬৫ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ আত্নহত্যা করেছে। মৃত্যুর আগে নিজ হাতে লিখে গেছেন তার মৃত্যের জন্য কেউ দায়ি নহে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় ময়না তদন্ত ছাড়াই লাশের দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের মৃত ছফর আলী বিশ্বাসের ছেলে ইছাহাক আলী ওরফে মঙ্গল (৬৫) শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে নিজ ঘরে গলাই ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করে।

মেয়ে মরিয়ম ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন গলাই ফাঁস লাগিয়ে ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে তার বাবা। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় বাদ আছর ময়না তদন্ত ছাড়াই লাশের দাফন সম্পন্ন করে পরিবারের লোকজন। এদিকে মৃত্যুর আগে মঙ্গল নিজ হাতে লিখে গেছেন তার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ি নহে।

ফারুক হোসেন সভাপতি, ফজলুল হক মন্টু সম্পাদক

মেহেরপুর প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে ফারুক হোসেন সভাপতি, ফজলুল হক মন্টু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে ২টা পর্যন্ত ভোট দান চলে। মোট ১৩টি পদের জন্য ২০ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এর মধ্যে সহ-সভাপতি ২ জন এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে ২ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। মোট ৩৯ জন ভোটারের মধ্যে ৩৭ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে ফারুক হোসেন (একুশে টিভি) ২১ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন।
তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রফিকুল আলম পান ১৬ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে সদ্য বিদায়ী সভাপতি ফজলুল হক মন্টু (এসএ টিভি) ২০ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রতিদন্দী প্রার্থী রেজ আন উল বাশার তাপস ১৬ ভোট পান। এছাড়াও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বেনইয়ামিন মুক্ত, কোষাধ্যক্ষ পদে জিএফ মামুন লাকি, দপ্তর সম্পাদক পদে মনিরুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য পদে রাশেদুজ্জামান, জাহিদ হোসেন, রোজিনা আক্তার এবং মেহের আমজাদ নির্বাচিত হন। এর আগে সহ সভাপতি পদে ফারুক মল্লিক, মহাসিন আলী, যুগ্ম সম্পাদক পদে রামিজ আহসান, এবং মাজেদুল হক মানিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। নির্বাচন পরিচালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নুরুল আহমেদ।

আলমডাঙ্গায় সেচ্ছাসেবকলীগের আনন্দ মিছিল

পদ্মা সেতু ও মেট্টোরেল দৃশ্যমান হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে স্বাধীনতা স্তম্ভ মোড় থেকে আনন্দ মিছিল শুরু হয়ে চার তলার মোড় ঘুড়ে এরশাদ মঞ্চে শেষ হয়।

আনন্দ মিছিল শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ম আহব্বায়ক তরিকুল ইসলাম টুকুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের আহব্বায়ক সাবেক কাউন্সিলর শরিফুল ইসলাম রিফাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম আহব্বায়ক তারিকুল ইসলাম জুয়েল, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আহসানুল হক ট্যাক্টর, হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল হক ।

যুগ্ম আহব্বায়ক নাজমুল হোসাইনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা এনামুল, রাজু, লিটন আলী, রাসেল, আব্দুল লতিফ, আসাদুল, রহিদুল, মিলন, নজরুল ইসলাম তহিদ, রকি, রমিও, সাফায়েত আলী, জসিম উদ্দিন, শিমুল, হারুন অর রশিদ, সুমন, মাসুদ, উৎপল, ইমরান, রনি, রানা, ছাত্রলীগ নেতা সাগর, জজ, শাওন, শিহাব, সাইফুল, মামুন, ডাবলু, প্রমুখ।

দামুড়হুদা ইউএনও আসমানীদের পাশে

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অসহায় দারিদ্র মানুষের জন্য কতো কিছুই বরাদ্দ রেখেছেন, কতো সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন মানুষের কল্যাণে যা সারাদেশের হাজার হাজার অসহায় মানুষ সুফল ভোগ করছেন। রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তৃর্ণমূল পর্যায়ে অসহায় দারিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করেই চলেছেন, তবু চোখের অন্তরালে, আড়ালে থেকে যায় অনেক আসমানীদের মতো মানুষ, ঠিক তেমনই এক আসমানীদের আবিষ্কার করলে আমাদের দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

বৃহস্পতিবার কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ায় এক জরাজীর্ণ কুঠিরের সন্ধান পেয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, তিনি যে মহানুভবতার আইকন তা আবারো প্রমান করলেন।
উক্ত বিষয়টি নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান তাঁর ফেসবুক পেইজে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দেন যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

স্ট্যাটাস টা হুবহু তুলে ধরা হলোঃ বাড়ি তো নয় পাখির বাসা ভেন্না পাতার ছানি, একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি। একটুখানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে, তারি তলে আসমানিরা থাকে বছর ধরে।

পল্লীকবি জসিম উদ্দিন এর আসমানী কবিতার বাস্তব প্রতিফলন যেন ডলি মন্ডল, স্বামী: তুফান মন্ডল, মিশনপাড়া, কার্পাসডাঙ্গা এর জীবন। একটি জীর্ণ মাটির ঘরে কোনও রকমে কেটে যায় তার জীবন। যে ঘরটি একটু হাওয়া হলেই নড়বড় করে, একটু বৃষ্টি হলেই পানিতে একাকার হয়ে যায়। বিধবা ডলির ২ছেলে মায়ের সাথে কোন যোগাযোগ রাখেনা। আরেকটি ছেলেকে নিয়ে চলে তার সংসারের শূণ্য তরী।

এরই মধ্যে তাদের একমাত্র মাটির বসত ঘর, ঘরটি অতিবর্ষণে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে। ঠিক যেনো আসমানির ঘর। হতদরিদ্র ডলি খাতুন যেন দিশেহারা, আতঙ্কিত……ঠিক এসময় তার প্রতিবেশী আমাকে তাদের দুর্দশার কথা অবগত করেন। তাদের অবস্থা বিবেচনায় তাৎক্ষণিক ২ বান্ডিল টিন এবং ছয় হাজার টাকা দেওয়া হলো।

উন্নতির এত ছোঁয়া আমাদের জীবনের সর্বত্র অথচ আমাদের মাঝে এখনো ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে “আসমানিরা”। তারা জানেও না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের কতটা অগ্রাধিকার দেন, তাদের জন্য রয়েছে কত সরকারী সুযোগ সুবিধা। আজ তাদেরকে সরকারী এই সহায়তা পৌঁছে দিতে পেরে নিজের কাছেই স্বস্তি লাগছে। ডলির পরিবারের জন্য রইলো অনেক শুভ কামনা।

এব্যাপারে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, আমি মানুষের কল্যানে সকল সময় পাশে থাকতে চাই, বাংলাদেশের যেখানেই দায়িত্ব পালন করবো সেখানেই সরকার থেকে সকল বরাদ্দের সঠিক ব্যাবহার করতে আমি অঙ্গিকারাবদ্ধ। সকলের সহযোগিতায় আমার উপর অর্পিত রাষ্টের সকল দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে চায়। আমি সকলের ভালবাসা, দোয়া ও আশীর্বাদ নিয়ে পথ চলতে চেষ্টা করি, আল্লাহ আমাকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমিন।

মেহেরপুরে জাতীয় যুব জোটের ১৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

“যুবরা লড়বে, নতুন পৃথিবী গড়বে” “যুব মেধা ও যুব শক্তির অপচয় রোধে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ- ঘুষ- দুর্নীতি লুটপাট বন্ধ কর